দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দুটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থা ॥ লেখাপড়া ব্যাহত

ঝিনাইদহ, ১৬ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—জেলার দুটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই করুণ। একটি মাইলমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, অপরটি শাহবাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মাইলমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না। এখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০২। বেঞ্চ আছে মাত্র ১৫টি। এর মধ্যে জোড়া বেঞ্চ ৯টি এবং সাধারণ বেঞ্চ ৬টি। এতে বড়জোর ৭৫ থেকে ৮০জন ছাত্রছাত্রী কোন রকমে বসতে পারে। ফলে অর্ধেকের বেশী ছাত্রছাত্রীকে পাটি বা ছালা বগলে করে বিদ্যালয়ে আসতে হয়। অফিস ও ক্লাস রুম মিলে চেয়ার প্রয়োজন কমপক্ষে ৯টি, সেখানে আছে মাত্র ২টি। আলমারী একটি আছে, কিন্তু তা আলমারী নামের অযোগ্য, একেবারে ভাঙাচোরা। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, শিক্ষক আছেন মাত্র একজন। দীর্ঘদিন ধরে একজন শিক্ষক কি করে ২০২ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টি চালাচ্ছেন তাই ভাববার বিষয়। অবশ্য উপজেলা শিক্ষা অফিসের কাগজে-কলমে শিক্ষক আছেন ৩জন। কিন্তু এদের একজন পাগল অন্যজন প্যারামেডিক্যালের ছাত্রী। দীর্ঘদিন ধরে তারা অনুপস্থিত।

শাহবাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা আরো করুণ। এখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪২২। শিক্ষক আছেন দীর্ঘদিন ধরে একজন। ২ জন শিক্ষক একসাথে অবসরগ্রহণ করার পর সেখানে আর নতুন করে শিক্ষক দেয়া হয়নি। ফলে '৮৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে একজন শিক্ষকই ৪২২ জন ছাত্রছাত্রীর এই বিদ্যালয়টি চালাচ্ছেন। কিভাবে চালাচ্ছেন শিক্ষক সাহেব জানেন। তবে কিভাবে চলছে সহজেই অনুমেয়। এছাড়া বিদ্যালয়টিতে রয়েছে চরম স্থান ও আসবাবপত্র সংকট। বর্তমান বিদ্যালয় গৃহে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না। বেঞ্চ আছে মাত্র ১৪টি, যাতে খুব বেশী হলে ৭০ থেকে ৮০জন ছাত্রছাত্রী বসতে পারে। অন্যদেরকে বাধ্য হয়ে বাড়ী থেকে পাটি বা ছালা আনতে হয়। আলমারী নেই, চেয়ার ও টেবিল আছে মাত্র ৩টি করে।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সমধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক দায়িত্বে রয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিস, দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে শিক্ষা কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটি। সবকিছুর পরেও দুটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই করুণ। ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।